বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য ঃ শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষিত করা ও শান্তিপূর্ণ শিল্প- সম্পর্ক বজায় রাখা

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বামফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য আর্থিক প্রাপ্য, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করার দিকে লক্ষ্য রেখে নীতিনির্দ্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়ন করে চলেছেন। বামফ্রন্ট সরকার চান শ্রমিক বাঁচুন সুন্দর জীবন নিয়ে, সংগ্রাম করুন সুন্দরতর জীবনের জন্যে, আবার শিল্প বাঁচুক অধিকতর উৎপাদন নিয়ে।

বামফ্রন্ট সরকার একদিকে বিরোধ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করে পাট, চা, হোসিয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্প-ভিত্তিক এবং বহু-কারখানা-ভিত্তিক ত্রিপাক্ষিক মীমাংসার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের মজুরী ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন, অন্যদিকে দেশব্যাপী রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পের ভয়াবহ সমস্যার রাজ্যভিত্তিক মোকাবিলার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছেন। এপর্যন্ত তেরটি বন্ধ কারখানা রাজ্যসরকারের পরিচালনায় চালু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ডি-নোটিফাই করে দিয়েছেন এবং লিকুইডেশনের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এমন কারখানাগুলিও খোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন। গুরুত্বপূর্ণ শ্রম-আইনগুলি সংশোধন করে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রমজীবী মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতির সফল রূপায়ণের নজির হিসেবে বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের নানা ব্যবস্থা নিয়েছেন। ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারিত করা হয়েছে ৩৫টি কর্মক্ষেত্রে। রাজ্যবীমা প্রকল্পের অধীনে ২১টি সার্ভিস ডিসপেনসারী, ৩টি নতুন হাসপাতাল (মোট ১২টি) ও ১৬টি নতুন ঔষধালয় (মোট ৫১টি) খোলা হয়েছে।

হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা প্রায় ১০০০ বাড়ানো হয়েছে এবং ১২,৭৫,০০০ শ্রমিক পরিবারকে রাজ্যবীমা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। দেশব্যাপী ভয়ংকর বেকার সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে বেকার যুবক-যুবতীদের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদানের জন্য চালু হয়েছে বেকারভাতা প্রকল্প, যাতে এপর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৬ কোটি টাকা এবং উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৭ লাখ বেকার। বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠায় সাহায্য করার মানসে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮৫ সালে একটি নতুন স্বনিযুক্ত প্রকল্পও চালু করেছেন এবং এতে ইতিমধ্যেই উপকৃত হয়েছেন ১৯০০ বেকার। শিল্প শ্রমিকদের জন্য দীঘায় ও দার্জিলিং-এ দুটি হলিডে হোম খোলা হয়েছে এবং ৫০টি শ্রমিকমঙ্গল কেন্দ্রের কাজকর্ম অধিকতর কল্যাণমুখী ও ব্যাপক করে তোলা হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে থেকে তাঁদের এক উন্নততর জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই অঙ্গীকার থেকে আমরা বিচ্যুত হব না।

।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।।

(আই সি এ-৪৮০১/ ৮৬)

নভেম্বর বিপ্লব
দীর্ঘজীবি হউক

তন্তুজ
বাংলার তাঁতের কাপড়
দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

স্বাস্থ্যই সম্পদ

স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রগতিশীল উদ্যোগ

আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর রোগ নিরাময়ের চাইতে রোগ প্রতিরোধ ও তার উৎস সন্ধান করে নির্মূল করাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই উদ্দেশ্যে বামফ্রন্ট সরকারের নয় বছরব্যাপী শাসনকাল দেশের জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অনুসৃতনীতি অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই দপ্তরটিকে প্রাথমিক স্তর থেকে ঢেলে সাজিয়ে শহর-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে গ্রামমুখী করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সহায়ক কাঠামোটি ৪টি স্তরে বিন্যস্ত – উপকেন্দ্র, সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতাল। এই স্তরগুলিতে বিভিন্নমুখী চিকিৎসার সুযোগবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শয্যা সংখ্যা, কর্মী সংখ্যা ও আনুষঙ্গিক সাজ সরঞ্জাম বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭৬ সালের তুলনায় ১৯৮০ সালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বহুমুখী উন্নতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। মাথাপিছু বরাদ্দ ১৫-৯০ পঃ স্থলে ৩৭:০৭ পঃ হয়েছে। ৩৪২টি হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন হয়েছে ৪০৯টি (স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাদে)। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর বর্তমান সংখ্যা ৪১,২৩২ – যা কিনা পূর্বে আদৌ ছিলো না। এছাড়া ন্যূনতর সংযোজন ৭৮টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় ও সুন্দরবন এলাকায় ভাসমান লঞ্চে আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র – যার সুফল গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, সাধারণ মানুষ পেয়ে চলেছেনব্যাপকহারে।

মহামারী আকারে রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যসেবীদের সাহায্যে বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সমবায়ে 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করা হয়েছে। যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সর্বত্র কর্মরত চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর রূপায়ণে প্রসূতি মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। "ছোট পরিবারের" ধারণাটি জনপ্রিয় হয়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটিকে দূরদূরান্তে প্রসারিত করা এবং সাধারণ মানুষ যাতে প্রয়োজনে চিকিৎসার সুযোগলাভে বঞ্চিত না হন সেদিকে নজর রাখাই এই সরকারের লক্ষ্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(আই সি এ-৪৮০৪/ ৮৬)

‘গৌরবরণ তোমার চরণমূলে
ফলসাবরণ শাড়িটি ঘেরিবে ভালো—
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।’

— রবীন্দ্রনাথ

তন্তুশ্রী

ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম
এ্যাণ্ড পাওয়ারলুম
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ
(পঃ বঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা-১৩

মার্কেটিং ডিভিশন ঃ
১-এ অভয় গুহ রোড, (৩য় তল) কলিকাতা-৬

শস্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে বামফ্রন্ট সরকারের

প্রগতিশীল কৃষি উন্নয়ন নীতির অবদান

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কতকগুলি প্রগতিশীল কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কৃষির উন্নয়ন কল্পে ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর কার্যকর প্রয়োগ ও ফসলের আওতায় সর্বমোট জমির অন্তত ঃ ৫০ শতাংশের সেচের সুযোগ বৃদ্ধি ও নানাবিধ উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন হার বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি উন্নয়নে পঞ্চায়েত ও সমবায় সংগঠনের অর্থবহ সদ্ব্যবহার এবং কৃষি পেনসন ইত্যাদি সামাজিক ন্যায় ও নিরাপত্তামূলক প্রকল্পগুলির কার্যকরী রূপায়নের মাধ্যমে কৃষকের অবস্থার উন্নতি ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ক্ষুদ্রসেচ ও নিকাশী প্রকল্প, ভূমি ও জল সংরক্ষণ, কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও তার মান নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয় শস্যরক্ষা কার্যসূচী, কৃষি জলবায়ু, ভিত্তিক উপযোগী কৃষি গবেষণা এবং পুনর্বিন্যাস কৃষি সম্প্রসারণ ও অন্যান্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা সার্থকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করবার জন্য রাজ্য বীজনিগম গঠন করা হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বিভিন্ন ধরনের যে ৩ লক্ষ কুইন্টাল উন্নত মানের বীজ বন্টন করা হয় তার মধ্যে শুধুমাত্র রাজ্য বীজ নিগমই ৫০ হাজার কুইন্টাল শংশিত বীজ বন্টন করেছেন।

জাতীয় ক্ষেত্রে সারের প্রয়োগ যখন হেকটর প্রতি ৪২·০৫ কিলো এরাজ্যে সার ব্যবহার হয়েছে হেকটর প্রতি ৫৩ কিলোগ্রাম যা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহিত করবার জন্য এবং দুর্বল শ্রেণীর কৃষককে সাহায্য করবার জন্য বীজ ও অন্যান্য উপকরণ সম্বলিত ১১ লক্ষ মিনিকিট ১৯৮৫-৮৬ সালে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

১৯৭৬-৭৭ সালে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিলো ৭৪ লক্ষ ৫৬ হাজার মেট্রিক টন আর ১৯৮৪-৮৫ সালে পূর্বেকার সমস্ত নজির ম্লান করে ১২ লক্ষ ৫৬ হাজার টন খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে।

আগামী দিনেও কৃষির অবিরাম উন্নতি সাধনে বামফ্রন্ট সরকার সুদৃঢ় সংকল্প।

(আই সি এ-৪৮০২/ ৮৬)

বাংলার ঐতিহ্যময় তাঁত ও হস্তশিল্প

বাংলার অনবদ্য হস্ত তাঁতশিল্প ও কারুশিল্প আজ শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের দরবারেও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। ধনেখালি, টাঙ্গাইল, বালুচরী শাড়ির নাম আজ সর্বত্র প্রসিদ্ধ। রং ও নকসার বৈচিত্রময় সৌন্দর্য ছাড়াও গুণমানের দিক থেকেও বাংলার তাঁতশিল্প অতুলনীয়। হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে তন্তুজ, তন্তুশ্রী, মঞ্জুষার মত প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির বিক্রয় বৃদ্ধির পরিমাণ থেকে এই শিল্পের অগ্রগতি সুস্পষ্ট। এই সংস্কৃতিময় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সমবায়ভুক্তির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে অসংখ্য তাঁতশিল্পী।

হস্তশিল্পের ক্ষেত্রেও বাংলার কারুশিল্পীদের কাজ আজ প্রসিদ্ধির উচ্চ শিখরে।

বাঁকুড়ার পোড়ামাটি, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, মুর্শিদাবাদের কাংসশিল্প, তাছাড়া শোলাশিল্প, চর্মশিল্প, ডোকরাশিল্প, মহিষের সিঙের জিনিষপত্র বা হাতীর দাঁতের অপরূপ সম্ভার শুধু নয়নাভিরামই নয় আধুনিক ব্যবহারিক দিক থেকেও উচ্চ প্রশংসিত।

তাঁতের কাপড় কিনুন

বাংলার তাঁতের কাপড় কিনুন

বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্প বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিরই অঙ্গ।

– পশ্চিমবঙ্গ সরকার –

(আই সি এ-৪৮০৩/ ৮৬)

Rs. Three Only

Editor : SAROJ MUKHOPADHAYA
Office : Muzaffar Ahmad Bhaban, 31, Alimuddin Street, Calcutta-16